জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
website: www.jb.com.bd

রিটেইল কাষ্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩

আরসিডি সার্কুলার নং- ৭০/১৮

তারিখ ঃ ১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ
০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় ঃ একজন মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি বা পল্লী ঋণ কর্মকর্তার সুপারিশের প্রেক্ষিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ মঞ্জুরি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

কৃষি ও পল্লী ঋণ খাত বাংলাদেশ ব্যাংক তথা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। এ খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও তাগিদ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহসহ ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্র সহজীকরণ করা হয়েছে এবং দ্রুত ঋণ মঞ্জুরির জন্য তাদের প্রণীত কৃষি (শস্য) ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্রের ১২নং ক্রমিকে একজন মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশে ঋণ মঞ্জুরির বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্রে একজন মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/ কৃষি বা পল্লী ঋণ কর্মকর্তা স্বাক্ষর করে থাকেন।

কিন্তু ২০০০ সালে জারীকৃত আরসিডি সার্কুলার নং- ২৫২ তারিখ ঃ ১৭/০৮/২০০০ তে শস্যসহ সকল পল্লী ঋণের সুপারিশকারী হিসেবে কৃষি ক্লার্কগণের সহিত যৌথভাবে শাখার একজন কর্মকর্তাকেও সুপারিশকারী হিসেবে স্বাক্ষর করার কথা উল্লেখ থাকায় উক্ত সার্কুলারের সূত্র উল্লেখ করতঃ অত্র ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক কৃষি ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্রে একজন মাঠকর্মী/কর্মকর্তা সুপারিশ করায় আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণ বিতরণের গতি মন্থর হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায় হতে কৃষি ও পল্লী ঋণ মঞ্জুরির জন্য কয়জন মাঠকর্মী/কর্মকর্তাকে সুপারিশ করতে হবে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, আরসিডি সার্কুলার নং- ২৫২ তারিখ ঃ ১৭/০৮/২০০০ যখন জারী করা হয়, তখন প্রতিটি কৃষি ঋণ সম্পৃক্ত শাখায় একাধিক কৃষি ক্লার্ক/মাঠকর্মী নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কৃষি ঋণ সম্পৃক্ত শাখায় একজনের বেশি মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/কৃষি বা পল্লী ঋণ কর্মকর্তা নিয়োজিত নেই।

তা ছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্র সহজীকরণ করতঃ দ্রুত ঋণ মঞ্জুরির জন্য কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণের আবেদনপত্র কাম মঞ্জুরিপত্রে একজন মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশে ঋণ মঞ্জুরির বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, কৃষি (শস্য/ফসল) ঋণসহ সকল পল্লী ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ২৫২ তারিখ ঃ ১৭/০৮/২০০০ মোতাবেক ২(দুই) জনের সুপারিশের পরিবর্তে [redacted] একজন মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি বা পল্লী ঋণ কর্মকর্তার সুপারিশে ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, ঋণ মঞ্জুরিপত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে অন্য কোন কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। তবে শাখা ব্যবস্থাপক ব্যতিত শাখায় অন্য কোন কর্মকর্তা না থাকলে এককভাবে শাখা ব্যবস্থাপক মঞ্জুরিপত্রে স্বাক্ষর করবেন (ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতাবিধি ৮ম সংস্করণের ২৫ নং পৃষ্ঠা ২৪নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হল।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ মোস্তফা কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল জব্বার
মহাব্যবস্থাপক